PANI SAMPAD BARTA
ISSN ▪ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৪৮, জানুয়ারী - মার্চ ২০১৪
ISSUE 48, - January - March, 2014

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক টুঙ্গিপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবন উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবন উদ্বোধন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার উপজেলা পরিষদ ভবন উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এই উপজেলা পরিষদ ভবনটি নির্মাণ করে।

বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ যাতে উপজেলার অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের সুবিধাগুলো সহজে পেতে পারে সেজন্য "উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারণ প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় জরাজীর্ণ পুরাতন টুঙ্গিপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবন পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

৩৬,০০০ বর্গফুট এলাকাবিশিষ্ট টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্সে রয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার জন্য ২টি বাসভবন, একটি ডরমিটরী ভবন ও ৪,০০০ বর্গফুটবিশিষ্ট একটি হলঘর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে উপজেলা পরিষদ ভবনে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সৌর প্যানেল সংযোজন করা হয়েছে। এ উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে স্থানীয় জনসাধারণ একদিকে যেমন সহজেই উপজেলার সরকারী সকল বিভাগের সহায়তা ও সুবিধা পাবে অন্যদিকে এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের মাজার জিয়ারত করেন এবং মাজারে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন। তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর জাতির পিতার মাজারে এটি তাঁর প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। এ সময় তাঁর সাথে ছোট বোন শেখ রেহানা, বানিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য পাতায়

- সম্পাদকীয়
- কুমিল্লা বার্ডে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় মাঠ পর্যায়ে পাবসস সদস্য শিক্ষণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
- পাবসস এর নারী সদস্যদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ
- নিমাই খাড়ি উপ-প্রকল্প হস্তান্তর
- এলজিইডি'র বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেলার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

সম্পাদকীয়

জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেনের পরই পানির স্থান। সে কারণেই বলা হয়ে থাকে পানির অপর নাম জীবন। তবে পানি যদি হয় দূষিত, তা'হলে তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন নানা রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত হবে মানুষ, এটাই স্বাভাবিক। এদিকে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনায় পানি সম্পর্কিত বেশ কিছু নতুন দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে, শক্তি-সম্পদ (যা কিনা সভ্যতার মূল চাবিকাঠি) আজ পানি-সম্পদের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং, শক্তি ও পানি সম্পদের ভারসাম্য সুসংগত না হলে প্রকারান্তরে বিশ্ব সভ্যতাই হুমকীর সম্মূখীন হতে বাধ্য। সম্ভবত সে কারণেই এবারের বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় "পানি ও শক্তি"। এটি আজ স্বীকৃত সত্য যে, পানি দূষণ এবং পানীয় জলের তীব্র সংকটসহ পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব আজ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে।

বিশ্বের-উন্নত/উন্নয়নশীল দেশসমূহরে সাথে বাংলাদেশও এই কঠিন পরিস্থিতির বাইরে নয়। এই সমস্যা উত্তরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ইতোমধ্যে পানি নীতি (Water Policy) পানি আইন, ২০১৩ এবং অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪ জারী করেছেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট মূলত ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ (Surface Water) ব্যবস্থাপনার (পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা ও পানি সংরক্ষণ) মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগের বাস্তব প্রয়োগভিত্তিক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে। ফলে অনাবাদী তথা অনুৎপাদনশীল/স্বল্প উৎপাদনশীল জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসছে এবং উল্লেখযোগ্য হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনৈতিক ও সমন্বিত সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

আমরা আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে অত্র ইউনিটের আওতায় স্থানীয় সরকারে প্রকৌশল অধিদপ্তরে কর্মপরিসর আরো বৃদ্ধি পাবে যা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বর্তমানে সঙ্কটাপন্ন প্রেক্ষাপটে সরকারের সাফল্যে অবদান রাখবে।

কুমিল্লা বার্ডে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে গত ১৪ মার্চ, ২০১৪ তারিখে দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক অর্ধ দিনব্যাপী এক কর্মশালা বার্ড, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। বার্ড-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ মসিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মূখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোক্তা প্রকল্পের সাবেক পরামর্শক স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ডঃ তোফায়েল আহমেদ।

গত ১৪ মার্চ, ২০১৪ তারিখে বার্ড, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত "পানি সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা" শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মসিউর রহমান।

উক্ত কর্মশালায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক, বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ মীর কাসেম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও কর্মশালা পরিচালক ডঃ কামরুল আহসান ও বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ, প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও পরামর্শক এবং পাবসস প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার শুরুতে অংশগ্রহণকারী পাবসসের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ সমিতির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন-পরবর্তী অর্জন ও এর বর্তমান অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। মূখ্য আলোচক জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেন, ২০০৪ সালে প্রবর্তিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা শুরুর পর সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দারিদ্র্যের হার ও প্রকৃতিসহ অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পূর্বের পরিকল্পনাকে পর্যালোচনা করে নতুন আঙ্গিকে বাস্তবভিত্তিকভাবে তা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক বলেন যে, দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে এ প্রকল্পের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য এবং পাবসস পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি এ উদ্দেশ্য পূরণে অনেকাংশে সমর্থ হয়েছে। এ পরিকল্পনা অধিকতর কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য কৌশল নির্ধারণ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মাঠ পর্যায়ে পাবসস সদস্য শিক্ষণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ঘুঘুডিমা-খুতবাতলা, কালিতলা-খাসমহল ও মহাডাঙ্গা-পান্নাবিল পাবসসসমূহে গত ২৯-৩১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে সদস্য শিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য শিক্ষণ অনুষ্ঠানে এ সকল পাবসসের বিপুল সংখ্যক সাধারণ সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মহাডাঙ্গা-পান্নাবিল পাবসসের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণ দান করছেন সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব তাসনিম আলম (বামে); কালিতলা-খাসমহল পাবসসের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের একাংশ (ডানে);

প্রতিটি সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচী উপ-প্রকল্প এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছায়াঘেরা আম বাগানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত তিনটি পাবসসের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব তাসনিম আলম, আইডিএস জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এবং জেলা সমবায় দপ্তরের পরিদর্শক জনাব আব্দুল গনি রিসোর্স পার্সন হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিস্ট সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচীতে পাবসস গঠনের উদ্দেশ্য, সংগঠন শক্তিশালীকরণে পাবসস সদস্যদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের গুরুত্ব, সংগঠনে নারীদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, দরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে পাবসসের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। একটি সমবায় সমিতি হিসাবে পাবসস পরিচালনায় সমবায় আইনের গুরুত্ব, সময়মতো সমিতির অডিট, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং এর আইনগত দিক ইত্যাদি বিষয়ের উপরও তিনি আলোকপাত করেন। এছাড়া, সমিতির বিভিন্ন ধরণের সভা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রকল্পের আইডিএস। তিনি সমিতির সাধারণ সদস্যদের কাছে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সাংগঠনিক সফলতার জন্য পাড়া/গ্রামভিত্তিক সাপ্তাহিক সভা করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে সদস্যদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

পাবসস এর নারী সদস্যদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিত উপ-প্রকল্পসমূহের পাবসস-এর নারী সদস্যদের জন্য পরিকল্পিত মোট ১২টি "আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৭টি দর্জী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণে মোট ৯৪ জন নির্বাচিত নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। দর্জী কাজের উপর কিছুটা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণের পরে পেশাগতভাবে দর্জীর কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী নারীদেরকেই এই প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে তাদের অন্তর্ভুক্তি, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসহ পরিবার এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং সর্বোপরি এসব নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এই প্রশিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণার্থীগণ এসকল প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত ভাতার সাথে নিজস্ব আয় থেকে বাকি অর্থ যোগ করে অথবা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সকল অংশগ্রহনকারী নতুন সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন চর মদন গোপাল রায়ের ছড়া পাবসসের নির্বাচিত নারী সদস্যদের "আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রশিক্ষণে হাতে কলমে দর্জীবিদ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে দেখা যাচ্ছে।

নিমাইখাড়ি উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

গত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন নিমাইখাড়ি পানি নিস্কাশন ও সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি স্থানীয় উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সংগঠন নিমাইখাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এলজিইডি'র দিনাজপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ রওশন আলী প্রামানিক নিমাইখাড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চুক্তির দলিল প্রদান করেন। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এলজিইডি দিনাজপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস, সদর উপজেলা প্রকৌশলী জনাব মাসুদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, নিমাইখাড়ি অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রথম উপ-প্রকল্প যা সংশ্লিষ্ট পাবসসের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

নিমাইখাড়ি পাবসসের সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চুক্তিনামা প্রদান করছেন দিনাজপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ রওশন আলী প্রামানিক (বামে); উপ-প্রকল্পের ৭-ভেন্ট রেগুলেটরের ছবি (ইনসেটে)।

নিমাইখাড়ি উপ-প্রকল্পটি এডিবি ও ইফাদের অর্থায়নে এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে একটি ৭-ভেন্ট রেগুলেটর, একটি ৩-ভেন্ট বক্স কালভার্ট, ৮ কিমিঃ দীর্ঘ খাল খনন এবং একটি ওএন্ডএম শেড। প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এই উপ-প্রকল্পটি এলাকার ৬৭৩ হেঃ জমিতে আমন মৌসুমে পানি নিস্কাশন এবং রবি/বোরো মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ রওশন আলী প্রামানিক বলেন যে এখন থেকে নিমাইখাড়ি উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পাবসসের সদস্যদের উপর ন্যস্ত হল। তাঁরা সুষ্ঠুভাবে এটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে কাঙ্খিত সুফল লাভ করবেন, এর দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করবেন এবং পাবসসের গঠনকৃত মূলধন বিনিয়োগ করে খালের পাড়ে বৃক্ষরোপন ও খালে মাছ চাষসহ বিভিন্ন আয়বর্দ্ধক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রংপুর অঞ্চলে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন সভায় বক্তব্য রাখেন। এলজিইডি'র আওতায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অধীন চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী। গত ১৭/০২/২০১৪ থেকে ২০/০৩/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ), সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট/সোসিও-ইকোনমিষ্ট, উপজেলা প্রকৌশলী ও কমিউনিটি অর্গানাইজারগণ উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি'র বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর ২০১৩-১৪ সালের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গত ২৭-২৮ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে ২ দিনব্যাপী পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান পর্যালোচনা সভার উদ্বোধন করেন এবং সভার সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন যে এলজিইডি দীর্ঘদিন থেকে দেশের গ্রামীণ ও নগরের অবকাঠামো উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

তিনি এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের বিটুমিনাস রাস্তার পরিবর্তে আরসিসি রাস্তা তৈরীর করার পরামর্শ দেন কারণ বিটুমিন রাস্তাগুলো বর্ষায় সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলজিইডি'র সকল ধরনের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ মানসম্মতভাবে বাস্তবায়নের উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এক্ষেত্রে কোন ধরনের গাফিলতি ও অনিয়মের বিষয়ে অধিদপ্তরের কঠোর অবস্থানের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনকে সামনে রেখে কঠোর সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে উন্নয়ন কাজ পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেন।

গত ২৭ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান

তিনি আরও বলেন যে, এলজিইডি বর্তমানে বেশ কয়েকটি দীর্ঘ সেতু নির্মানের কাজ হাতে নিয়েছে যার মধ্যে কয়েকটির দৈর্ঘ্য ১০০০মিঃ এর চেয়েও বেশী। এসব সেতুর নির্মাণকাজের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তিনি এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের নির্দেশনা দেন।

দু'দিনব্যাপী এই অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এলজিইডি'র সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের সকল অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি এবং জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ নিজ নিজ জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প এবং এলজিইডি'র সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অবস্থা ও অগ্রগতি তুলে ধরেন সভার উদ্বোধন ঘোষণার পূর্বে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) কোর্স অনুষ্ঠিত

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আয়োজনে গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২ দিনব্যাপী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক জনাব মোঃ হুমায়ুন খালেদ। সমবায় অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও বিভাগীয় পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

সমবায় অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক জনাব মোঃ হুমায়ুন খালেদ।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্ম-পরিকল্পনা এবং এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা, জেন্ডার ও উন্নয়ন ধারণা, নারী উন্নয়ন ও জেন্ডারের মধ্যে ভিন্নতা, জেন্ডার সমতা ও সাম্যতা এবং দারিদ্র বিমোচনে জেন্ডার বিষয় কিভাবে সম্পৃক্ত সে সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে একজন প্রশিক্ষকের ভূমিকা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের মূল বিষয়াবলী সম্পর্কে ধারণা, জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ দক্ষতা এবং রোল প্লে/কেইস স্টাডিসহ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র আইডব্লিউআরএম ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক, সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম-নিবন্ধক জনাব জনাব মোঃ আবুল হোসেন এবং এলজিইডি ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরামর্শকবৃন্দ।

এফএসডিডি কার্যক্রমের উপর ১০ মার্চ, ২০১৪ পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুস শহিদ।

সম্পাদক : জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ), সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোনঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্সঃ ৯১৩২০৬১, ই-মেইলঃ se.iwrm@lged.gov.bd, web: www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.bd